OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 549 - 557
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 549 - 557
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

প্রারম্ভিক ভারতে জৈন দর্শনে শিক্ষা : একটি ঐতিহাসিক ও দার্শনিক রূপরেখা

বিমল ব্যানার্জী
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
রানীগঞ্জ গার্লস কলেজ
Email ID : bimal0001@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
জৈন,
বন্ধন,
মুক্তি,
ত্রি-রত্ন,
ব্রত।

Abstract

জৈনর দর্শনের উল্লেখযোগ্য অংশ হল তাদের নৈতিক তত্ত্ব। জৈন নীতিশাস্ত্রের হৃদয় হল অহিংসা বা অহিংসার ধারণা। ভারতীয় দর্শন শিক্ষাকে সর্বজনীন মানবিকতা এবং আধ্যাত্মিকতার বোধ তৈরির সারমর্মকে গুরুত্ব দেয়। ঠাকুর তার শিক্ষার দর্শনে পুনর্ব্যক্ত করেছেন, সার্বজনীন মানবতার অনুভূতির উপলব্ধি দ্বারা আবদ্ধ জীবনের সারাংশ বিকশিত করার প্রয়োজন। জৈন প্রথা তথা দর্শন শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে 'মুক্তির' সুপারিশ করেছিল। জৈন ঐতিহ্য অনুসারে মুক্তি দুই প্রকার, জীবন মুক্তি ও দ্রব্য মুক্তি। এই ব্যবস্থা শিক্ষার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের উপর জোর দেয়। জৈন শিক্ষার ইতিহাস মূলত দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস। জৈন ধর্ম হল নৈতিক শিক্ষার দর্শনের একটি স্কুল যার লক্ষ্য শুধুমাত্র আত্মার পরিপূর্ণতা। জৈন ধর্মের মতে, আত্মার বন্ধন ঘটে যখন এটি পদার্থ বা পুদগলের সাথে যুক্ত হয়। তাই, মুক্ত হওয়ার জন্য, আত্মার মধ্যে কর্মময় কণা বা কর্মের প্রবাহ বন্ধ করার জন্য এটি আমদানি করা হয়। এটি জৈন ধর্মের তিনটি রত্ন বা ত্রি-রত্ন দ্বারা সম্ভব। তিনটি রত্ন হল সঠিক বিশ্বাস বা সম্যগ দর্শন, সঠিক জ্ঞান বা সম্যগ জ্ঞান এবং সঠিক আচরণ বা সম্যগ কারিতা। মোক্ষ বা মুক্তি জৈন ধর্মের তিনটি রত্ন (ত্রি-রত্ন) এর যৌথ পণ্য। পাঁচটি মহান ব্রত বা 'পঞ্চ-মহা-ব্রত'/ 'সঠিক আচরণ' এর মাথা থেকে উদ্ভূত। জৈন ধর্ম অনুসারে পাঁচটি 'মহান ব্রত' পাদ্রী, সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসী-হুডদের জন্য। তারা কঠোর, খুব অনমনীয়, প্রকৃতির বিশুদ্ধতাবাদী এবং ধর্মীয়ভাবে অনুসরণ করা উচিত। জৈন ধর্ম অনুসারে পাঁচটি 'ছোট ব্রত' সাধারণ মানুষের জন্য। সুতরাং, সেগুলি সেই অনুযায়ী পরিবর্তিত এবং পাতলা হয় এবং পাদ্রীদের জন্য পাঁচটি বড় শপথের মতো কঠোর, কঠোর নয়। আত্মা থেকে বস্তুর সম্পূর্ণ বিনাশ, বিচ্ছিন্নতা বা বিচ্ছিন্নতা ছাড়া মুক্তি কিছুই নয়। জৈন প্রথা শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে মুক্তির প্রস্তাবিত করেছিল। জৈন ঐতিহ্য অনুসারে মুক্তি দুই প্রকার, জীবন মুক্তি ও দ্রব্য মুক্তি। এই ব্যবস্থা শিক্ষার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের উপর জোর দেয়। জৈন

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 549 - 557
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শিক্ষার ইতিহাস মূলত দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস। জৈনরা কর্ণাটকে শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। চৈত্য থেকে শুরুতে বাসদী ও মঠ ছিল ধর্মীয় কেন্দ্র কিন্তু পরে তা শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। জৈন ধর্ম মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বজনীন শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে জৈন ধর্ম সহ-শিক্ষার উপরও জোর দেয়। নারী ও পুরুষ উভয়কেই মঠে থাকতে এবং জৈন ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কদম্ব, গঙ্গা, বাদামীর চালুকিয়া, রাষ্ট্রকূট এবং হোয়সালদের মতো তৎকালীন বেশ কয়েকটি রাজবংশ থেকে জৈন শিক্ষার প্রসার ঘটে।

Discussion

ভূমিকা : ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে জৈন দর্শন হল বেদবিরোধী নরমপন্থী নাস্তিক সম্প্রদায়ভূক্ত অতিপ্রাচীন দার্শনিক। এই জৈন দর্শন একদিকে যেমন ধর্ম এবং অন্যদিকে তেমনি দর্শন। জৈনরা ধর্ম বলতে নীতি ভিত্তিক ধর্মের কথা বলেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই জৈন দর্শনের আর্বিভাব। 'জৈন' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'জিন' শব্দ থেকে, 'জিন' শব্দটি 'জি' ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ হল 'জয় করা'। কঠোর সাধনার দ্বারা যিনি ষড়রিপু বা কামনা বাসনা, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদিকে জয় করে সিদ্ধি লাভ করেন তিনিই হলেন 'জিন'। এই জিনরাই হলেন তীর্থঙ্কর। এই সত্য দ্রষ্টা সিদ্ধ পুরুষ জীবের সত্যের পথ দেখান। জৈন দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা চব্বিশজন সিদ্ধপুরুষ যাঁরা তীর্থঙ্কর নামে খ্যাত। ঋষভদেব হলেন প্রথম সিদ্ধ পুরুষ এবং শেষ সিদ্ধ পুরুষ হলেন বর্ধমান বা মহাবীর।

দক্ষিণ ভারতে জৈন ধর্মের ইতিহাস মূলত কর্ণাটকের ধর্মের ইতিহাস। এটা সত্য যে কর্ণাটকে জৈনধর্ম ছিল দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরু থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত একটি জনপ্রিয় ধর্ম। এই সময়কালে বিভিন্ন রাজবংশের বেশ কয়েকজন শাসক এবং তাদের কর্মকর্তারা এই ধর্ম, জৈন সন্ন্যাসী এবং শিক্ষাকেন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। কুপটুরের একটি শিলালিপি আমাদের বলে যে, জৈন ধর্ম কর্ণাটক জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময়কালে জৈনরা কর্ণাটকে শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। শুরুতে চৈত্যালয় এবং বাসদী ছিল ধর্মীয় কেন্দ্র কিন্তু শীঘ্রই তারা ছাত্রদের আকৃষ্ট করে এবং শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়।

জৈন ধর্মালম্বীগণ দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত– শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। দর্শনের মূলনীতি বিষয়ে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য না থাকলেও ধর্মীয় বিষয়ে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য আছে। ধর্মীয় আচার নিয়ম পালনের ব্যাপারে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় নরমপন্থী কিন্তু দিগম্বর সম্প্রদায় বড়ই কঠোর। সাধারণতঃ শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় শ্বেত বস্ত্র পরিধান করতেন কিন্তু দিগম্বর সম্প্রদায় সন্ন্যাসীদের কোন রকম বস্ত্র পরিধানের কথা বলেননি পরন্তু সহায় সম্বলহীনভাবে এবং কোনো বস্তুর প্রতি যাতে আকর্ষণ না থাকে তার কথা বলেছেন। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় আচার নিয়ম পালনের ব্যাপারে মত পার্থক্য থাকলেও উভয় সম্প্রদায় তীর্থঙ্করদের উপদেশ মানিয়া চলতেন।

জৈন নীতিতত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য হল জীবের বন্ধন থেকে মুক্তি। সেই জন্য জৈন নীতিতত্ত্বের প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে অবহিত হতে গেলে জীবের বন্ধন এবং মুক্তির উপায় হিসাবে ত্রিরত্ন, পঞ্চমহাব্রত, অনুব্রত আলোচনা করা প্রয়োজন। জৈন প্রথা শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে মুক্তির প্রস্তাবিত করেছিল। জৈন ঐতিহ্য অনুসারে মুক্তি দুই প্রকার, জীবন মুক্তি ও দ্রব্য মুক্তি। এই ব্যবস্থা শিক্ষার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের উপর জোর দেয়। জৈন শিক্ষার ইতিহাস মূলত দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস। জৈনরা কর্ণাটকে শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। চৈত্য থেকে শুরুতে বাসদী ও মঠ ছিল ধর্মীয় কেন্দ্র কিন্তু পরে তা শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। জৈন ধর্ম মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বজনীন শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে জৈন ধর্মসহ শিক্ষার উপরও জোর দেয়। নারী ও পুরুষ উভয়কেই মঠে থাকতে এবং জৈন ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কদম্ব, গঙ্গা, বাদামীর চালুকিয়া, রাষ্ট্রকূট এবং হোয়সালদের মতো তৎকালীন বেশ কয়েকটি রাজবংশ থেকে জৈন শিক্ষার প্রসার ঘটে।

জৈন প্রথার শিক্ষা পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য :

শিক্ষা : জৈন ধর্ম জাতিভেদ প্রথা বা সমাজের যেকোন শ্রেণীর শ্রেণিবিন্যাসের নিন্দা করে। তাই, জৈন ধর্ম মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বজনীন শিক্ষায় বিশ্বাস করত, সম্ভবত এটি সমাজে জাতিভেদ প্রথার নিন্দার ফলস্বরূপ। জৈন আচার্যগণ সর্বদা জনসাধারণের ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতেন। সহশিক্ষা ব্যবস্থা, এবং নারী শিক্ষা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল।

শিক্ষার সূচনা : বৈদিক ঐতিহ্য অনুসারে, হিন্দুরা দীক্ষা বা উপনয়ন অনুষ্ঠানের পর তাদের শিক্ষা শুরু করে। জৈন ছাত্রদের পাঁচ বছর বয়সে বা তার একটু পরে তাদের পড়াশোনা শুরু করতে হয়েছিল। শিক্ষকের বাড়িতে যাওয়ার আগে এক ছাত্রকে জৈনা পূজা করতে হত। পায়ানার জ্ঞানচন্দ্র চরিত জ্ঞানচন্দ্রের শিক্ষার বর্ণনা নিম্নরূপ- পাঁচ বছর পর, তিনি জৈনদের উপাসনা করেন এবং তাঁর পরম গুরুর পবিত্র চরণে বসে পরম জ্ঞানের সাথে সিদ্ধমাত্রিকা লিখতে শুরু করেন। জৈন আচার্যগণ সর্বদা জনসাধারণের ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতেন। সহশিক্ষা ব্যবস্থা, এবং নারী শিক্ষা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল।

শিক্ষক : জৈন শিক্ষকদের সাধারণত তাম্মাদি, ওজা, উপাধ্যায়, গুরুবাদী, আচার্য, গোরাভি ভট্টারকা, গুরুগালু নামে অভিহিত করা হয়। শিলালিপিগুলি শিক্ষকদের সম্পর্কে তৈরি করা এই রেফারেন্সের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকলে তা বুঝতে আমাদের সক্ষম করে না। রায়পসেনীয় সুত্ত, সংস্কৃতের একটি উত্তর ভারতীয় রচনা, শিক্ষকদের তিনটি বিভাগে বিভক্ত করে, যেমন— ১. কালাচার্য কলা ও বিজ্ঞানের আচার্য, ২. শিল্পাচার্য শিল্প ও স্থাপত্যের আচার্য এবং ৩. ধর্মাচার্য, ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বের আচার্য।

ছাত্র : পুরুষ ছাত্রদের বলা হত অন্তেবাসী, মণি, গুড্ডা শিষ্য, বিদ্যার্থী। মহিলা ছাত্রদের বলা হত গুড্ডি শিষে কান্তি বা গানি। জৈন শিক্ষকরা আশা করেছিলেন যে তাদের ছাত্ররা তাদের বাড়িতে থাকবে উৎসাহে সমৃদ্ধ হবে, জ্ঞানের তৃষ্ণা পাবে, নরম কথাবার্তা এবং সদাচরণ করবে।

শ্রেনীকক্ষের পরিধী : মনে হয় সংখ্যার ব্যাপারে কোনো কঠোর নিয়ম ছিল না, একজন শিক্ষকের অধীনে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের। শিক্ষক তার জন্য যতটা সম্ভব ছাত্র নিতে পারতেন। একক শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণে 28 থেকে 300 শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল। শ্রাবণবেলগোলা থেকে 1100 খ্রিস্টাব্দের একটি শিলালিপি আমাদের বলে যে চতুরমুখ একজন জৈন শিক্ষক ছিলেন 84 জন ছাত্র। একই স্থানের আরেকটি রেকর্ডে উল্লেখ করা হয়েছে যে গুণানন্দী পণ্ডিতার অধীনে 300 জন ছাত্র ছিল। ছাত্ররা তর্ক, ব্যাকারণ, সাহিত্য, আগম ও বিতর্কে পারদর্শী ছিল। 1118 খ্রিস্টাব্দের একটি রেকর্ডে উল্লেখ করা হয়েছে যে কনক শ্রীকান্তির 28 জন ছাত্র ছিল।

শিক্ষণ পদ্ধতি : বিশিষ্ট ইতিহাসবিদদের একজন এস.বি. দেও, বলেছেন যে জৈন শিক্ষার পদ্ধতিটি ছিল বৈজ্ঞানিক এবং এতে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল, যেমন— ১. বচন (পড়া), ২. প্রজ্ঞা (প্রশ্ন করা), ৩. Anupreksa (Pondering over), ৪. অমহা (আংশিকভাবে শেখা), এবং ৫. ধর্মপালেশা (জনতার কাছে ধর্ম প্রচার)।

পাঠদানের জন্য বিতর্ক ও আলোচনা পদ্ধতিও ব্যবহার করা হতো। শ্রাবণবেলগোলা শিলালিপিতে অকালঙ্কার উল্লেখ রয়েছে, যিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত জৈন ধর্মগুরু এবং যিনি কাঞ্চির রাজা হিমাসিতলার দরবারে একটি বিবাদে বৌদ্ধ ভিক্ষুকে পরাজিত করেছিলেন বলে কথিত আছে। একই স্থানের আরেকটি শিলালিপি রেকর্ড করে যে দেবকীর্তি পণ্ডিত চার্বাক, বৌদ্ধ, নায়ায়িক, কাপালিক ও বৈষেষিক এবং অন্যান্যদের পরাজিত করেছিলেন।

উক্ত আলোচনা ছিল জৈন দর্শনের ঐতিহাসিক আলোচনা। জৈন শিক্ষার ইতিহাস মূলত দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস। জৈন ধর্ম হল নৈতিক শিক্ষার দর্শনের একটি স্কুল যার লক্ষ্য শুধুমাত্র আত্মার পরিপূর্ণতা। জৈনর দর্শনের উল্লেখযোগ্য অংশ হল তাদের নৈতিক তত্ত্ব। জৈন নীতিশাস্ত্রের হৃদয় হল অহিংসা বা অহিংসার ধারণা। ভারতীয় দর্শন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 549 - 557
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শিক্ষাকে সর্বজনীন মানবিকতা এবং আধ্যাত্মিকতার বোধ তৈরির সারমর্মকে গুরুত্ব দেয়। পরবর্তী আলোচনা জৈন দর্শনের নীতিবিদ্যাগত আলোচনা। জৈন ধর্মের মতে, আত্মার বন্ধন ঘটে যখন এটি পদার্থ বা পুদগলের সাথে যুক্ত হয়। তাই, মুক্ত হওয়ার জন্য, আত্মার মধ্যে কর্মময় কণা বা কর্মের প্রবাহ বন্ধ করার জন্য এটি আমদানি করা হয়। এটি জৈন ধর্মের তিনটি রত্ন বা ত্রি-রত্ন দ্বারা সম্ভব। তিনটি রত্ন হল সঠিক বিশ্বাস বা সম্যগ দর্শন, সঠিক জ্ঞান বা সম্যগ জ্ঞান এবং সঠিক আচরণ বা সম্যগ কারিতা। মোক্ষ বা মুক্তি জৈন ধর্মের তিনটি রত্ন (ত্রি-রত্ন) এর যৌথ পণ্য।জৈন দর্শন মূলত ধর্ম ও নীতির দর্শন হলেও সেখানে নীতিই প্রধান।

জীবের বন্ধন : জন্মজনিত জীবের নানা রকম দুঃখ কষ্টভোগকেই বন্ধন বলা হয়। জৈন মতে, জীবের বা আত্মার বন্ধন বলতে বোঝায় কর্মের বন্ধন। কর্মের জন্যই আত্মার বদ্ধ অবস্থা সূচিত হয়। আত্মায় যখন কর্ম প্রবেশ করে, তখন তারই প্রয়াসে বিভিন্ন প্রকার কামনা বাসনার উৎপন্ন হয় এবং জীবের বদ্ধাবস্থা শুরু হয়।

জীবের বন্ধন আট প্রকার কর্মের জন্য হয়। জৈন মতে সেগুলি হল- ক. জ্ঞানাবরণীয় কর্ম (জ্ঞানের আবরণকারী), খ. দর্শনাবরনীয় কর্ম (দর্শনের আবরণকারী), গ. বেদনীয় কর্ম (সৎ ও অসৎরূপ বস্তু হতে উৎপন্ন সুখ দুঃখের কারণ), ঘ. মোহনীয় কর্ম (যা উপদিষ্ট তত্ত্বের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপন্ন করে), ঙ. আয়ুঃকর্ম (যা জীবকে দেহে আবদ্ধ করে), চ. নামকর্ম (নাম করণের কারণ), ছ. গোত্র কর্ম (উচ্চ-নীচ অবস্থা ধারণের কারণ), জ. অন্তরায় কর্ম (দানাদিতে বিঘ্ন সৃষ্টির কারণ)।[১]

এই বন্ধন আবার দু-প্রকার, যথা - ভাব বন্ধন এবং দ্রব্য বন্ধন। ভাব বন্ধন হয় ভাব বা সংস্কারের দ্বারা। ভাব বন্ধনের ফলে জীব পুদ্গল অর্থাৎ জড় বা অজীব বন্ধনে আবদ্ধে হয়, তখন তা হয় দ্রব্য বন্ধন।

জৈন দর্শনে বলা হয়েছে কর্ম প্রবাহ বিভিন্ন ধারায় অবিরাম আত্মায় প্রবেশ করে যাচ্ছে। আত্মায় যে কর্ম প্রাবাহ প্রবিষ্ট হচ্ছে তাকে বলা হয় আস্রব। আর এর ফলে আত্মায় আস্রাবের মধ্যে দিয়ে অজস্র কর্ম প্রবাহ প্রবেশ করেছে এবং কলুষিত হচ্ছে আত্মা। আস্রবকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- ভবাস্রব এবং দ্রব্যাস্রব। ভবাস্রব হল সেই সমস্ত মানসিক ভাবনাচিন্তা যা কর্মকে আত্মায় আকর্ষণ করে। আর দ্রব্যাস্রব হল আত্মায় আকর্ষিত কর্মপুদগল। ভবাস্রবের ফলেই দ্রব্যাস্রব সাধিত হয়। ভবাস্রবকে আবার পাঁচভাগে ভাগ করা যায়, যথা- মিথ্যাত্ব, প্রমাদ, অবরতি, কষায় এবং যোগ। তাই জৈন দর্শনে বলা হয়েছে, "আস্রবো ভবহেতুঃ স্যাৎ সংবরো মোক্ষকারণম্"[২] অর্থাৎ আস্রব সংসার বা বন্ধনের কারণ এবং সংবর মোক্ষের কারণ।

জৈন দর্শনে মোক্ষ বা মুক্তির ধারণা : আগেই দেখানো হয়েছে যে, আস্রব ভব বন্ধনের বা দেহের কারণ, আর সংবর হচ্ছে মুক্তির কারণ। তাই সংবরই পারে আস্রবের পথ অবরুদ্ধ করতে। জৈনরা এটাও বলেন, জীবই তার নিজের বন্ধনের কারণ এবং জীবই পারে তার নিজেকে বন্ধন থেকে মুক্ত করতে। জীবই পারবে আত্মার মধ্যে নতুন কর্ম পুদ্গলের পথ অবরুদ্ধ করতে। তাই মোক্ষ বা মুক্তির জন্য সমস্ত রকম আসক্তি জনিত কর্মের বিনাশ করতে হবে। আত্মাকে সম্পূর্ণ পুদ্গল মুক্ত হতে গেলে দুটি উপায়ে করতে হবে। যথা- প্রথমতঃ আত্মাতে যে সমস্ত পুদ্গল সংযুক্ত হয়েছে ইতিমধ্যেই সেগুলিকে বিমুক্ত করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ আত্মায় যাতে আর নতুন কোন পুদ্গালের সংযোগ না ঘটে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।[৩]

জৈন ধর্মালম্বীরা মোক্ষ লাভের জন্য দুটি প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন, সেই দুটি প্রক্রিয়া হল – নির্জরা এবং সংবর। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীব তার পূর্বাজিত কর্ম পুদ্গলকে আত্মা থেকে দূর করতে পারে, তাকে বলে নির্জরা। আর আত্মার মধ্যে নতুন কর্ম পুদ্গল প্রবেশ পথ রুদ্ধ করাই হচ্ছে সংবর। তাই জীবের মুক্তিলাভ করতে হলে সংবর এবং নির্জর এই দুটি পথের অবলম্বণ করতে হয়। জৈনগণ বিশ্বাস করেন যে, প্রত্যেক জীবের মোক্ষ তার নিজ চেষ্টা ও নিষ্ঠার ফল। তাই তারা পুরুষকারবাদী। তাই জৈনদর্শনে নীতি দর্শনের উপর এতখানি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জৈনরা নিরীশ্বরবাদী হলেও নীতিহীন ও ধর্মহীন নয়।[৪]

ত্রিরত্ন : জীবের মুক্তির পথ সহজ নয়, জীবের মুক্তির পথ বড়ই দুর্গম। জীবের কামনা বাসনার অবলুপ্তি হলে তবেই মোক্ষের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। এই জন্য জীবের প্রয়োজন হল সর্বাগ্রে চিত্তশুদ্ধি। আর এই চিত্তশুদ্ধি করতে হলে জীবের কতগুলি পালনীয় বিধি বা ধর্ম অনুসরণ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে তাই জৈন দর্শনে বলা হয়েছে– "সম্যগদর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ"[৫] অর্থাৎ সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান এবং সম্যক্ চারিত্র মোক্ষ লাভের উপায়। এই সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান এবং সম্যক্ চারিত্র এদের একত্রে 'ত্রিরত্ন' বলা হয়। এই তিনটি পথ একাগ্রে মনে পালন করে মোক্ষের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। এই তিনটি পথের এক একটি কিন্তু মোক্ষের কারণ হয় না। যেমন কতগুলি ধাতু দ্রব্য একত্রে মিলিত হলে তাদের দ্বারা রাসাইনিক দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সেইরূপ তেমনি ঐ তিনটি রত্নের মিলনের ফলেই মোক্ষ লাভ হয়। এখন এই তিনটি রত্নের বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

সম্যক্ দর্শন অর্থে বোঝানো হয়েছে সিদ্ধপুরুষ তথা তীর্থঙ্করদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং বিশ্বাস স্থাপন। জৈনরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন তীর্থঙ্কররাই হলেন সিদ্ধ পুরুষ এবং সাধারণ জীবের মুক্তির পথ প্রদর্শক। তাই মুক্তি সাধন সার্থক করতে হলে তীর্থঙ্করদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং তাঁদের উপদেশের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে।

সম্যক্ জ্ঞান অর্থে জৈনরা তত্ত্ব সর্ম্পকে অর্থাৎ আত্মা, পুদগল্, অনুসংঘাত ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানকে বুঝিয়েছেন। এই তত্ত্বজ্ঞানই জীবকে মুক্তির পথে অগ্রসর করবে।

সম্যক্ চারিত্র হল ত্রিরত্নের শেষ রত্ন। শুধুমাত্র সম্যক্ দর্শন ও সম্যক্ জ্ঞান হলেই মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না, তার সঙ্গে থাকতে হবে সম্যক্ চারিত্র অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে নিজের চারিত্র গঠন করাই হল সম্যক্ চারিত্র। সাধক যাকে সত্য বলে জানেন এবং সত্য বলে বিশ্বাস করেন তাকে জীবনে প্রয়োগ করাই সম্যক্ চারিত্র। মোক্ষ লাভ করতে হলে এই রত্নের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, সম্যক্ আচরণ দ্বারা জীব সম্পূর্ণরূপে কর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের লক্ষ্যে উপনীত হতে সমর্থ হয়।[৬]

উপরিউক্ত সম্যক্ চারিত্র লাভের জন্য জৈন দর্শনে পঞ্চমহাব্রতের কথা বলা হয়েছে। এই পঞ্চমহাব্রত হল- "অহিংসাসূনৃতাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহঃ"[৭] অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। এখানে জেনে রাখা ভালো যে, জৈন নীতিবিদ্যায় জীবের পরমার্থ মোক্ষ লাভের জন্য মঠবাসী সন্ন্যাসী অর্থাৎ শ্রমণদের পঞ্চমহাব্রতের কথা বলা হলেও গৃহবাসী অর্থাৎ শ্রাবকদের জন্য পঞ্চঅনুব্রতের কথা বলা হয়েছে। সংসারী মানুষ পঞ্চঅনুব্রত পালন করে মোক্ষ লাভ না করতে পারলেও মোক্ষলাভের পথকে সুগম করতে পারে। তাই পঞ্চঅনুব্রত পালন সংসারী মানুষের ক্ষেত্রে সহজ সরল এবং সংসারের মধ্যে থেকেই তা সহজে পালন করা যায়। আর মঠবাসী সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে পঞ্চমহাব্রত কঠোরভাবে পালন করতে হয়। এই পঞ্চমহাব্রতগুলি হল-

অহিংসা : অহিংসা হল পঞ্চমহাব্রতের শ্রেষ্ঠ মহাব্রত। অপরাপর ব্রতগুলি অহিংসা ব্রতেরই অংশ বলে অহিংসা কে মূল ব্রত বলা হয়েছে। সমস্তরকম হিংসা থেকে বা হিংসা বিরোধী থাকাই হল অহিংসা। আর অহিংসা ব্রতে ব্রতী হলেই কায়-মন-বাক্যে কোন জীবের হিংসা না করা অথবা কোন জীবের ক্ষতি সাধন না করা। হিংসা করা, অন্যকে দিয়ে হিংসা করানো অথবা অপরের হিংসাত্বক কর্মকে সমর্থন করাও এক প্রকার হিংসার অন্তর্গত। সাধারণতঃ কায়িক, বাচিক এবং মানসিকভাবে কোন জীবের ক্ষতি করা না করাই হল অহিংসা। এই তিন প্রকার অহিংসাকে বলা হয় ত্রিগুপ্তি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, প্রাণীকে হত্যা করলে কায়িক হিংসা হয়, আর কাউকে দিয়ে হত্যা করার কথা বললে বাচিক হিংসা এবং প্রাণীটিকে হত্যা করতে না পেরে আফশোষ হলে বাচিক হিংসা হয়। তাই এই ক্ষেত্রে অহিংসার নীতি গ্রহন করে কায়িক হিংসা থেকে বেরিয়ে কায়িক অহিংসার নীতি গ্রহন করতে হবে। বাচিক হিংসার থেকে বেরিয়ে বাচিক অহিংসার নীতি গ্রহণ করতে হবে এবং মানসিক হিংসার থেকে বেরিয়ে মানসিক অহিংসার নীতি গ্রহন করতে হবে। তাই অহিংসার নীতি গ্রহন করলে এই তিন ধরণের হিংসা থেকে বিরত থাকতে হবে।

জৈনদের আদর্শ হল সকল প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করা। তাই শুধু মানুষ নয়, সকল প্রাণী, সকল উদ্ভিদ প্রত্যেকরই প্রাণ রক্ষা করা উচিত। নিষ্ঠাবান জৈন সাধক নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার সময় যাতে বাতাসে ভাসমান অতিক্ষুদ্র প্রাণীরও যাতে প্রাণ না যায় সে জন্য তাঁরা নাসিকার সামনে এক খন্ড বস্ত্র আটকে রাখেন। কারণ জৈনরা বিশ্বাস করেন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 549 - 557
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রত্যেক জীবের (যেমন- মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ ইত্যাদী) জৈন মতে অনন্ত সম্ভবনা আছে, তাই হিংসার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে জীবকুলের কোনো রকম ক্ষতি করা উচিত নয়। এই অহিংসা ব্রতের জন্য কতগুলি ফল ও উদ্ভিদ পর্যন্ত জৈনরা অভক্ষ মনে করে। কারণ, তাহাতেও জীব আছে, এই তাঁদের বিশ্বাস। কাঁচা ফল, আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি এই কারণে অনেক জৈন ভক্ষণ করে না। পাঁকা ফলের অপেক্ষা শুষ্ক ফল খাওয়া ভালো, কারণ পাঁকা ফলেও জীব অনেক থাকে। জীব সর্বত্রই আছে কিন্তু তাদের সংখ্যা সমান নয় এবং সকলেই মানুষের দ্বারা ভক্ষিত হয়ে সমান কষ্ট পায় না, এই যুক্তি অনুসারে জৈনশাস্ত্রে ভক্ষ্যাভক্ষ বিভেদ করা হয়েছে।[৮] তবে অহিংসা নীতির শুধু নঞর্থক দিক রয়েছে তা নয়, সদর্থক দিকও রয়েছে। সদর্থক দিক থেকে জৈনরা সকল জীবের প্রতি প্রেম বিতরণ ও হিতকর কর্মানুষ্ঠানের কথা বলেছেন।

সত্য বা সূনৃত : সত্য বলতে বোঝায় সূনৃত অর্থাৎ যা জীবের পক্ষে উপকারী বা উপাদেয় তাই সৎ। শুধুমাত্র মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকাকেই জৈন দার্শনিকরা সত্য রূপে উল্লেখ করেননি পরন্তু সত্য বা সদাচার আচরণ করাও সত্যের লক্ষণ। যে সমস্ত সত্য কথা অপরের ক্ষতি করে, যে সত্যের মধ্যে মিথ্যার কপটতা লুকিয়ে থাকে – সেই সত্য কথাও বলা উচিত নয়। কথা ও কাজের মধ্যেই সত্য প্রতিফলিত হবে। অহিংসার মাধ্যমেই সত্য নিয়ন্ত্রিত হবে। মঠে বসবাসকারী সন্ন্যাসীদের কঠোরভাবে এই সত্যকে পলন করতে হবে।

অস্তেয় : পঞ্চমহাব্রতের তৃতীয় ব্রত হল অস্তেয়। অস্তেয় হল অপরের সম্পদ চুরি না করা। আমাদের জীবন ধারণের জন্য কিছু ধন সম্পদের প্রয়োজন। কিন্তু ধন সম্পদ অপরের কাছ থেকে হরণ করে নিলে অপর ব্যক্তি তার জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে। তাই দেখা যায় হিংসা চৌর্যবৃত্তির সঙ্গে জড়িত আছে। আর অপরের সম্পদ চুরি না করার মধ্যে 'অহিংসা' ব্রতটি জড়িয়ে থাকবে।

জৈন নীতিতত্ত্বে 'অস্তেয়' শব্দটি সাধারণ অর্থে প্রয়োগ না করে একটি বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে, সেটি হল 'সানন্দ-দান ব্যতীত কোনো অবস্থাতেই অপরের সম্পদ গ্রহন না করা'। ভিক্ষাজীবী জৈন শ্রমণ সেই মতো ভিক্ষা গ্রহন করবেন, যেটুকু ভিক্ষা গৃহস্থ সানন্দে দান করে। শ্রমণ নিজের ইচ্ছাজ্ঞাপন করে কোনো ভিক্ষা গ্রহন করলে 'স্তেয়' বা 'চৌর্যবৃত্তি'র সমতূল্য হবে।[৯]

ব্রহ্মচর্য : কমনা বাসনার দমন হল ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্য বলতে বোঝায় ইন্দ্রিয়সম্ভোগ ও জননেন্দ্রিয়কে সংযত রাখা। জৈন নীতিশাস্ত্রে ব্রহ্মচর্যকে একটু বিস্তৃত অর্থে গ্রহন করে, কায়িক, বাচিক এবং মানসিক ব্যাপারে অর্থাৎ যৌন ব্যাপারে কঠোর সংযম পালনের কথা বলা হয়েছে। ব্রহ্মচর্যের মূল লক্ষ্য হল আমাদের বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয়কে সংযত রাখা। ব্রহ্মচর্য হল সম্পূর্ণ সংযমপূর্ণ জীবন। শ্রমণ ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করবেন নিজের অন্তরে বাইরে, দেহ-মনে পরিপূর্ণ সংযত হয়ে। এই দিক থেকেও ব্রহ্মচর্যও অহিংসা ব্রতের অন্তর্গত।

অপরিগ্রহ : পঞ্চমহাব্রতের শেষ ব্রত হল অপরিগ্রহ। অপরিগ্রহ হল সমস্ত রকম কামনা বাসনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। জীবের বিষয়ের প্রতি আসক্তিই তার বন্ধনের কারণ। তাই জীবের সমস্ত বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের যে আকর্ষণ তা থেকে বিরত থাকতে হবে। আর এইভাবে বিষয় বাসনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখাই হল অপরিগ্রহ। অপরিগ্রহ ব্রত মঠবাসী সন্ন্যাসী বা শ্রমণরা কঠোরভাবে পালন না করলে মুক্তিলাভ সম্ভব হবে না। এই অপরিগ্রহ অহিংসা ব্রতেরই অন্তর্গত। অত্যন্ত কঠিন এই ব্রত।

পঞ্চমহাব্রত পালনের মাধ্যমে মঠবাসী সন্ন্যাসীরা সম্যক্ চারিত্র লাভের অধিকারী হলেও তাদের আরো পাঁচটি পঞ্চসমিতি বা সহকারী নিয়ম পালনের কথা বলা হয়েছে। পঞ্চসমিতিগুলি হল- ক. ঈর্ষা সমিতি, খ. ভাষা সমিতি, গ. এষণা সমিতি, ঘ. আদান-নিক্ষেপনা সমিতি এবং ঙ. পরিথাপাণিকা সমিতি।

প্রথম সমিতিতে বলা হয়েছে পথ চলার সময় সাবধানে চলা ফেরা করতে হবে কেননা, চলা ফেরার সময় কোনো প্রাণী পদতলে দলিত না হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 549 - 557
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দ্বিতীয় সমিতিতে বলা হয়েছে, কথার দ্বারা কাউকে যাতে আঘাত করা না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

তৃতীয় সমিতিতে বলা হয়েছে, খাদ্য ও পানীয় বিষয়ে মঠবাসী সন্ন্যাসীকে নিস্পৃহ হতে হবে। খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়া যেন শুদ্ধভাবে হয় এবং শ্রমণরা যেন কখনোই ভাববেন না যে এই খাদ্য তারই জন্য তৈরি হয়েছে।

চতুর্থ সমিতিতে বলা হয়, নিজের অজান্তে যেন কোন প্রাণীর ক্ষতি না হয় তার জন্য নাকে মুখে আচ্ছাদন ব্যাবহার করতে হবে।

আর পঞ্চম সমিতিতে বলা বলা হয়েছে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় বস্তুকে সব সময় পরিত্যাগ করতে হবে।

শ্রমণদের জন্য জৈন নীতিশাস্ত্রে যে অহিংসার কথা বলা হয়েছে তা অত্যান্ত কঠিন। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের তেরাপন্হীগণ অহিংসাকে চরম অর্থে গ্রহন করে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত সমস্ত রকম ভাবে প্রাণী হত্যাকে হিংসার নাম দিয়েছেন। তাই সমস্ত রকম হিংসাকে পরিহার করতে হবে, না হলে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যাবে না।

তেরাপন্হীদের এই রকম চরম অহিংসা পালন করা প্রায় অসম্ভব। কেননা, জীবন নির্ধারণের জন্য খাদ্য বস্তু গ্রহনের সময় আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অথবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও হত্যা করতে হয়। তাই চরম অর্থে অহিংসা পালন করতে গেলে খাদ্য পানীয় পরিত্যাগ করতে হবে, যা জীবের পক্ষে সুখকর নয়। এই দিক থেকে জৈন নীতিশাস্ত্র সম্মত ও তেরাপন্হী নির্দেশিত কঠোর অহিংসা ব্রত মানব জীবনে পালন করা এক প্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার। মানুষের ইচ্ছা না থাকলেও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে খাদ্য গ্রহনের সময় জীব হত্যা করতে হয়। আবার শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার সময় বাতাসে ভাসমান অতিক্ষুদ্র জীবাণু এবং চলা ফেরার সময় অতিক্ষুদ্র কীট পতঙ্গও হত্যা হয়ে যায়। পঞ্চমহাব্রতের অররাপর ব্রত সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। বাস্তব জীবনে এই ব্রতকে কঠোরভাবে পালন করলে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের সাথে বসবাস করাও সম্ভব হবে না।

বাস্তব জীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে পার্থক্য করে জৈন তেরাপন্হীগণ বলেছেন, এই পঞ্চমহাব্রত সাংসারিক মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সম্ভব না হলেও আধ্যাত্মিক জীবনে মুক্তিকামী সন্ন্যাসী বা শ্রমণের এই ব্রতগুলি পালন করা সম্ভব। শ্রমণদের নির্ধারিত পঞ্চব্রত তাই পঞ্চমহাব্রত – চরমকৃচ্ছ্রসাধনের পথ ধরে অবশ্য পালনীয় ব্রত। পঞ্চমহাব্রত অনুশীলনের মাধ্যমেই মুমুক্ষ শ্রমণ তার অন্তর্নিহিত অনন্ত সম্ভাবনাকে রূপায়িত করে অনন্তজ্ঞান, অনন্তদর্শন, অনন্তশক্তি ও অনন্তআনন্দ – এই ‘অনন্ত চতুষ্টয়ের’ অধিকারী হয়ে এই জীবনে মুক্তির স্বাদ উপলব্ধি করে।[১০]

পঞ্চঅনুব্রত : জৈন নীতিশাস্ত্রে মঠবাসী শ্রমণদের মোক্ষ লাভের জন্য যে পঞ্চমহাব্রতের উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনি সংসারী শ্রাবকদের জন্যও নৈতিক জীবনে মোক্ষ লাভের পথকে সুগম করার জন্য পঞ্চঅনুব্রতের কথা বলা হয়েছে। জৈনরা সংসারী মানুষকে পরিমিত ও সংযত ভোগের মধ্যে দিয়ে ত্যাগের দিক্ষার কথা বলেছেন। পঞ্চমহাব্রত পালন করতে হলে মঠবাসী সন্ন্যাসীদের যে প্রকার কৃচ্ছ্র পথ অনুসরণ করতে হয়, পঞ্চঅনুব্রতের ক্ষেত্রে সংসারী মানুষের পক্ষে তা আরো সহজ ভাবে পালন করতে হয়। আগেই দেখানো হয়েছে মঠবাসী সন্ন্যাসীদের অহিংসা ব্রতকে কঠোরভাবে পালনের জন্য জীব হত্যাকে সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করা হয়েছে, এমনকি বাতাসে ভাসমান অতিক্ষুদ্র জীবাণু যাতে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার দ্বারা নিহত না হয় সেই জন্য শ্বাসজ্বালিকা ব্যাবহারের কথা বলা হয়েছে। সংসারী মানুষরা এই কঠোর বিধি পালন করতে পারবে না বলে জীবের প্রাণ ধারণের জন্য, কৃষিকাজের জন্য সংসারী মানুষ যদি এক ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট জীব (বৃক্ষ, তরুলতা ইত্যাদি) হত্যা করে, ছেদন করে অথবা প্রাণ ধারণের জন্য সেসব খাদ্যবস্তু রূপে গ্রহন করে তাহলে তা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে অনৈতিক কাজ হবে না। গার্হস্থ ধর্ম পালনের জন্য কিছু কিছু হিংসা অপরিহার্য। যেমন যারা মৎস্যজীবি অথবা যারা পশুপালন করে তাদের পক্ষে প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা সম্ভব নয়। এই অপরিহার্য প্রাণী হত্যা জৈন নীতিশাস্ত্রে অনুমোদন লাভ করেছে। তাছাড়া আত্মরক্ষার স্বার্থে যখন অন্যকে আঘাত বা হত্যা করা অপরিহার্য হয় তখন তাকে হিংসা বলা যায় না। শুধুমাত্র যে হিংসা পূর্ব পরিকল্পিত তাকেই জৈন নীতিশাস্ত্রে অনুমোদন করা হয়নি। অন্যান্য হিংসা যা বিভিন্ন কারণে অপরিহার্য শর্তসাপেক্ষে তাকে স্বীকার করা হয়েছে। অহিংসা জৈন নীতিশাস্ত্রের অন্যতম

আদর্শ হলেও এই বিষয়ে অনাবশ্যক কঠোরতা প্রদর্শন করা হয়নি। অহিংসা আচরণ সম্পর্কে জৈনদের নমনীয় মনোভাব তাদের ব্যবহারিক বুদ্ধির পরিচয় দেয়।[১১] এখন এই পঞ্চঅনুব্রতগুলি আলোচনা করা হল-

পঞ্চমহাব্রতের প্রথম ব্রত হল অহিংসা। অহিংসা ব্রতের কঠোরতাকে শিথিল করে যেভাবে অনুব্রতের আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি হল- ক. যে প্রাণীগুলি ক্ষতিকর নয় তাদের হত্যা না করা, খ. ভ্রূণ হত্যা করা যাবে না, গ. আত্মহত্যা করা যাবে না, ঘ. যে সকল সংস্থা হিংসার সাথে জড়িত সেগুলির সঙ্গে দুরত্ব বজায় রাখতে হবে, ঙ. কোন মানুষের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করা যাবে না এবং চ. মানুষকে অস্পৃশ্য ভাবা থেকে বিরত থাকতে হবে।

দ্বিতীয় মহাব্রত হল সত্য। এই মহাব্রত থেকে যে অনুব্রতগুলি নিঃসৃত হয় সেগুলি হল- ক. মিথ্যা ভাষণ থেকে বিরত থাকতে হবে, খ. জিনিস পত্র কেনা-বেচার ক্ষেত্রে ওজনে ফাঁকি না দেওয়া, গ. অপরের গোপন কথা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা, ঘ. মিথ্যা মামলা বা মিথ্যা সাক্ষদান থেকে বিরত থাকা, ঙ. অন্যের সম্পদ নিজের কাছে গচ্ছিত না কর এবং চ. অন্যকে ঠকানো থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

তৃতীয় মহাব্রত হল অস্তেয়। এই অস্তেয় মহাব্রত থেকে যে অনুব্রতগুলি নিঃসৃত হয় সেগুলি হল- ক. অন্যের দ্রব্য চুরি করা থেকে বিরত থাকা, খ. চুরি দ্রব্যের কেনা এবং বিক্রি না করা, গ. ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখা, ঘ. বে আইনি বিষয় বা বস্তুর সঙ্গে সংস্রব রাখা থেকে বিরত থাকা এবং ঙ. কোন সংস্থায় থেকে সম্পত্তি আত্মাসাৎ না করা।

চতুর্থ মহাব্রত ব্রহ্মচর্য থেকে যে অনুব্রত গুলি নিঃসৃত হয় সেগুলি হল– ক. ব্যভিচার অথবা গণিকা বৃত্তি থেকে বিরত রাখা, খ. নির্দিষ্ট বয়সে অর্থাৎ আঠোর বছরের আগে বিয়ে না করা, গ. আস্বাভাবিক যৌন ক্রিয়ায় উন্মত্ত থাকা থেকে বিরত থাকা এবং ঘ. মাসে অন্ততপক্ষে কুড়ি দিন স্ত্রী সঙ্গ থেকে বিরত থাকা।

পঞ্চম মহাব্রত অপরিগ্রহ থেকে যে অনুব্রতগুলি নিঃসৃত হয় সেগুলি হল – ক. বিয়ের সময় কোন রকম পণ নেওয়া যাবে না, খ. নিজের প্রয়োজনের ততিরিক্ত কোন সম্পদ মজুত না রাখা, গ. ঘুষ নেওয়া যাবে না, ঘ. অর্থের লোভে দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ব্যক্তিকে চিকিৎসা করা যাবে না এবং ঙ. স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অর্থের আদান প্রদান করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

পরিশেষে তাই বলা যায়, জৈন দর্শন হল জীবের মোক্ষলাভের দর্শন। জীবের মোক্ষলাভের পথ নির্দেশ করাই হল জৈন দর্শনের মূল উদ্দেশ্য। মানুষের নৈতিক জীবন ধারা কীভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত - তার একটি সঠিক দিশা আমরা জৈনদের চিন্তাধারায় লক্ষ্য করি। জীব নিজের প্রচেষ্ঠায়, নিজের কর্মের দ্বারাই মোক্ষলাভ করতে পারে। জীব তার নিজের মুক্তির জন্য নিজের উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন, সেখানে ঈশ্বরের কোন সহায়তার কথা বলা হয়নি। আত্মনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস এবং সংকল্পের দৃঢ়তা থাকলেই জীব নিজ প্রচেষ্টায় বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে – এই আশার বাণীই জৈন নীতিশাস্ত্রে বারবার বলা হয়েছে। শিক্ষার ভারতীয় দর্শন সর্বজনীন মানবিকতা এবং আধ্যাত্মিকতার বোধ তৈরির সারমর্মকে গুরুত্ব দেয়।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী বিজয়ভূষণ, ভারতীয় দর্শনে মুক্তিবাদ, সাধনসমর কার্যালয়, কোলকাতা, ১৩৬৯১, পৃ. ১৫৬
২. চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি, সায়ণ মাধবীয় সর্বদর্শন সংগ্রহ, প্রথম খন্ড, সাহিত্যশ্রী, কোলকাতা, ১৩৫১, পৃ. ৭৪
৩. সামন্ত, বিমলেন্দু, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য নীতিতত্ত্ব, আরামবাগ বুক হাউস, কোলকাতা, ২০১০, পৃ. ৮৩
৪. গুহ, শ্রী বিভুরঞ্জন, এবং নন্দী, সুধীর কুমার, ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা, নলেজ হোম, কোলকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ৩৯
৫. চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি, সায়ণ মাধবীয় সর্বদর্শন সংগ্রহ, প্রথম খন্ড, সাহিত্যশ্রী, কোলকাতা, ১৩৫১, পৃ. ৬১
৬. বাগচী, দীপক কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগতিশীল প্রকাশক, কোলকাতা, ২০১০, পৃ. ৭৯
৭. চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি, সায়ণ মাধবীয় সর্বদর্শন সংগ্রহ, প্রথম খন্ড, সাহিত্যশ্রী, কোলকাতা, ১৩৫১, পৃ. ৬৪

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 549 - 557
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৮. ভট্টাচার্য, শ্রী উমেশ্চন্দ্র, ভারত দর্শনসার, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কোলকাতা, ১৩৫৬, পৃ. ৯৭

৯. ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র, ভারতীয় দর্শন, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১১৭

১০. তদেব, পৃ. ১১৮

১১. গুপ্ত, দীক্ষিত, নীতিবিদ্যা, লেভান্ত বুকস্, কোলকাতা, ২০১০, পৃ. ৬১-৬